121

তারিখ 09 JUL 1998
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

ভোরের কাগজ

ঢা.বি. ভূতত্ত্ব বিভাগের জনৈক শিক্ষক নিয়োগ প্রশ্নে হাইকোর্টের রুলনিশি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগে জনৈক শিক্ষকের নিয়োগকে কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারের ওপর রুলনিশি জারি করেছেন।

জানা গেছে, ১৯৯৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিভাগের ড. মনজুর হাসানের ছুটিজনিত শূন্যপদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আফতাব আলম খানকে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে তার আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভাগের ড. মনিরুল হকের ছুটিজনিত শূন্যপদে তাকে পুনরায় নিয়োগ দেওয়া হয়। এ পুনঃনিয়োগের সময় ভূতত্ত্ব বিভাগের সিএন্ডডি কমিটির সুপারিশ নেওয়া হয়নি বলে জানা গেছে।

পরবর্তীকালে বিভাগের সিএন্ডডি কমিটি বিরোধিতা করা সত্ত্বেও গত ২৭ মে সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত নিয়ে ভূতত্ত্ব বিভাগের দুটি সহকারী অধ্যাপক পদকে সহযোগী অধ্যাপক পদে উন্নীত করা হয়। গত ২৮ মে উক্ত পদে ড. আফতাব আলম খানকে স্থায়ী সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, ড. আফতাব আলম খান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমে তিন বছর এবং পরে আরো এক বছরের অবৈতনিক ছুটি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন ও স্থায়ী নিয়োগ পেয়েছিলেন।

নিয়োগদানের সিদ্ধান্ত হওয়ার পর ভূতত্ত্ব বিভাগের সিএন্ডডি কমিটির পাঁচজন সদস্য উক্ত নিয়োগের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট পিটিশন করেন। রিট আবেদনে বলা হয়, একই সঙ্গে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়া অবৈধ বলে বিবেচিত এবং এ নিয়োগ একাধিক কারণে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পরিপন্থী।

গত ১৭ জুন শুনানির পর হাইকোর্ট পরবর্তী ছয় সপ্তাহের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে উক্ত নিয়োগ কেন অবৈধ হবে না তার কারণ দর্শানোর আদেশ দেন। উক্ত পদে নিয়োগকেও প্রাথমিকভাবে তিন মাসের জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।